197199 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে দিন কাটাতেন?

প্রশ্ন

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তার দিন কাটাতেন (অর্থাৎ তার দৈনন্দিন জীবনের একটি নমুনা)? মূলতঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দৈনন্দিন রুটিন জানতে চাই। তিনি ফজরের পর কী করতেন? কীভাবে ও কখন সকালের নাস্তা করতেন? খাদ্যের ক্ষেত্রে তার শিষ্টাচার কী ছিল? তিনি যোহরের সময় থেকে শুরু করে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত এবং তাহাজ্জুদের পরে কী করতেন? সারকথা হলো আমি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডেইলি রুটিন জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ফজর উদিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়তেন। তারপর জায়নামাযে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করতেন। সাহাবীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর সাথে বসতেন। কখনো তারা জাহেলী নানান বিষয় উল্লেখ করত; এতে করে তারা হাসত এবং তিনি মুচকি হাসতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায পড়ার সুন্নত জারী করেছেন। তিনি চার রাকাত কিংবা তার বেশি রাকাত চাশত পড়তেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায চার রাকাত পড়তেন এবং আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকু এর উপর বৃদ্ধি করতেন।"[হাদীসটি মুসলিম (৭১৯) বর্ণনা করেন]

অন্যদিকে নিজ পবিত্র ঘরে তিনি তার পরিবারের কাজ করতেন। বকরির দুধ দোয়াতেন, কাপড়ে তালি দিতেন, নিজের খেদমত করতেন, জুতা সেলাই করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন এবং মানুষদের নিয়ে নামায পড়তেন। তারপর তাদের সাথে বসে কথা বলতেন, তাদেরকে ইলম শেখাতেন, উপদেশ দিতেন, ওয়াজ করতেন, অভিযোগ শুনতেন এবং মীমাংসা করতেন। এরপর ঘরে ফিরে যেতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন?' তিনি বলেন: 'তিনি মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। কাপড় সেলাই করতেন, বকরির দুধ দোয়াতেন। নিজের সেবা নিজে করতেন।'[হাদীসটি আহমদ (২৬১৯৪) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী 'সহিহাহ' (৬৭১) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

মুসনাদে আহমদে (২৪৯০৩) অন্য বর্ণনায় আছে: "তিনি তার কাপড় সেলাই করতেন, জুতা সেলাই করতেন এবং পুরুষরা তাদের ঘরে যে কাজ করে সে কাজ করতেন।"[হাদীসটি শাইখ আলবানী 'সহিহুল জামে' (৪৯৩৭) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

বুখারী (৬৭৬) বর্ণনা করেন: আসওয়াদ বলেন: আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে কী করতেন? তিনি বলেন: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নিজ পরিবারের খেদমত করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরতেন না। যদি ভালো লাগত তিনি সে খাবার খেতেন। আর ভালো না লাগলে তিনি সেটি পরিত্যাগ করতেন।

কখনো এমন হত যে মাসের পর মাস চলে যেত কিন্তু তিনি খেজুর ও পানি ছাড়া খাওয়ার মতো কিছু পেতেন না।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরেননি। ভালো লাগলে খাবার খেয়েছেন, আর না লাগলে পরিত্যাগ করেছেন।[হাদীসটি বুখারী (৩৫৬৩) ও মুসলিম (২০৬৪) বর্ণনা করেন]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমরা নতুন চন্দ্র দেখতাম, তারপর আবার নতুন চন্দ্র দেখতাম। এভাবে দুই মাসে তিনটি নতুন চন্দ্র দেখতাম। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আগুন জ্বলত না। তিনি (উরওয়া ইবনুয যুবাইর) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খালা! আপনারা কী দিয়ে জীবনধারণ করতেন?' তিনি বললেন, 'দুটো কালো বস্তু দ্বারা— খেজুর ও পানি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী ছিল। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সেগুলো দোহন করে এর দুধ তাঁর কাছে প্রেরণ করতেন এবং তিনি আমাদেরকে তাই পান করাতেন।'[হাদীসটি বুখারী (২৫৬৭) ও মুসলিম (২৯৭২) বর্ণনা করেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বেলা কী খাবার খেতেন তার বিবরণ সুন্নাহতে নেই।

প্রথম যামানার মুসলিমদের প্রতিদিন তিনবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল না; যেমনটা বর্তমান যামানার মানুষের অভ্যাস। তাদের সর্বোচ্চ খাবার ছিল দু'টি। একটি দিনের শুরুতে, যেটাকে غداء বলা হত। কেননা এটি দিনের শুরুতে খাওয়া হত। অন্যটি ছিল রাতের খাবার যাকে নৈশভোজ (عشاء) বলা হত।

তিনি যদি মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের জন্য একত্র করতে চাইতেন, তাহলে কোনো একজনকে নির্দেশ দিতেন যেন সে ডেকে বলে: 'নামাযের জন্য জামায়াত হচ্ছে' তারপর তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে ডেকেছেন সেটি নিয়ে কথা বলতেন। কাউকে কোথাও পাঠাতে চাইলে পাঠিয়ে দিতেন। তাদেরকে কিছু বলতে চাইলে বলতেন। কাউকে শরীয়তের কোনো নতুন বিধানের খবর

দতিে চাইলে দতিনে ইত্যাদি।

দনিরে মধ্যভাগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমযিে নতিনে যাতে করে এর দ্বারা তনিি কিয়ামুল্লাইল তথা রাতরে নামাযরে ক্ষত্রেে শক্তি পান। তনিি বলতনে: "তোমেরা দুপুরে বশ্রিাম নাও; কনেনা শয়তান দুপুরে বশ্রিাম নয়ে না।"[হাদীসটি ত্বাবারানী 'আল-আওসাত্ব' (২৮)-এ বর্ণনা করনে, শাইখ আলবানী 'সহহিাহ' (১৬৪৭) গ্রন্থে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষরে জীবকিা, লনেদনে এবং বাজার-সদাইয়রে খোঁজ-খবর নতিনে। তাদরে সভা-বঠৈকে উপস্থতি হতনে। অসুস্থ ব্যক্তকিে দখেতে যতেনে এবং কউে দাওয়াত দলিে তার ডাকে সাড়া দতিনে। দুর্বল ও মসিকীনরে প্রয়োজন পূরণে ছুটে যতেনে। দনিরে অধকিাংশ সময় তনিি দ্বীনি বষিয়ে এবং মুসলমিদরে উপকারে কাটাতনে। যমেন: দাওয়াত দান, উপদশে প্রদান, নসীহত করা, শরীয়তরে বধিান আরোপ করা, জহিাদ, সৎকাজরে আদশে দান, অসৎকাজে বাধা প্রদান, দুস্থ ব্যক্তকিে সাহায্য করা প্রভৃততি।

মুসলমি (১০২) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খাদ্যরে স্তূপরে পাশ দয়িে যাচ্ছলিনে। তখন তনিি স্তূপরে ভতেরে হাত ঢুকয়িে দলিে হাতরে আঙুলগুলো ভজিে যায়। তখন তনিি বললনে: 'হে খাদ্যরে মালকি! এ কি ব্যাপার?' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টরি পানি লগেছে।' তনিি বললনে, "সগেুলো তুমি স্তূপরে ওপরে রাখলে না কনে? তাহলে লোকরো দখেে নতিে পারতো। জনেে রাখো, যে ব্যক্তি জালয়িাতি করে আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নইে।'

বাইহাকী (২০৮৫১) বর্ণনা করনে: জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: 'চলো আমরা বনু ওয়াক্বফেরে ঐ চক্ষুষ্মান লোকটকিে (রোগী হসিবে) দখেতে যাই।' লোকটি অন্ধ ছলি।[শাইখ আলবানী 'সলিসলিাতুস সহহিা' (৫২১) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

নাসাঈ (১৪১৪) বর্ণনা করনে: আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা বলনে: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বশেি বশেি যকিরি করতনে, অনর্থক কথা কম বলতনে, নামাযকে দীর্ঘ করতনে এবং খুতবাকে সংক্ষপ্তি করতনে। তনিি বধিবা ও মসিকীন লোকরে সাথে হটেঁে গয়িে তার প্রয়োজন পূরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতনে না।'[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহহিুন নাসাঈতে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

রাত হলে তনিি লোকদরে নয়িে এশার নামায পড়তনে। যদি তাঁর কাছে মুসলমিদরে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বষিয় থাকত তাহলে বড় বড় সাহাবীদরেকে সাথে নয়িে তনিি সে বষিয়ে আলোচনা করতনে। নতুবা পরবিাররে সাথে খানকিক্ষণ আলাপ-সালাপ করতনে।

ইমাম আহমদ (১৭৮) ও তরিমযিী (১৬৯) বর্ণনা (তনিি এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে) করনে, উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতরে বলো আবু বকররে সাথে মুসলমিদরে কোনো ইস্যু নয়িে আলোচনা

করতনে। আমওি তার সাথে থাকতাম।[হাদীসটি শাইখ আলবানী ‘সহহিুত তরিমযিী’তে বর্ণনা করনে]

ইবনে কাসীর রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘তার অন্যতম চরত্রি ছলি এই য,ে তনিি উত্তম সঙ্গী ছলিনে। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতনে। পরবিাররে সাথে তনিি হাসি-মজা করতনে। তাদরে সাথে কোমল আচরণ করতনে। পরবিাররে জন্য প্রশস্ত হাতে খরচ করতনে। স্ত্রীদরে সাথে হাসাহাসি করতনে। ... যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত কাটাবনে, সখোনে সব স্ত্রীরা একত্রতি হত। কখনো তাদরে সাথে রাতরে খাবার খতেনে। তারপর প্রত্যকেে নজি নজি ঘরে চলে যতে। তনিি তাঁর স্ত্রীর সাথে এক চাদররে নচিে ঘুমাতনে। কাঁধ থকেে চাদর সরয়িে ফলেে কবেল লুঙ্গি পরে ঘুমাতনে। এশার নামায পড়ার পর ঘুমানোর আগে ঘরে ঢুকে কছিুক্ষণ পরবিাররে সাথে আলাপ করতনে। এর মাধ্যমে তনিি তাদরে একঘয়েঁমেি দূর করতনে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’[তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/২৪২) থকেে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতরে শুরুর দকিে ঘুমাতনে। তারপর রাতে নামায পড়ার জন্য উঠে যতেনে। আল্লাহ যতক্ষণ চাইত তনিি নামায পড়তনে। অবশষেে বলোল (রাঃ) যখন ফজররে আযান দতি তখন তনিি দুই রাকাত নামায পড়ে ফজররে নামাযরে উদ্দশেে বরেয়িে যতেনে।

আবু দাউদ (৫৬) বর্ণনা করনে: আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্য অযু এবং মসিওয়াক রাখা হত। তনিি যখন রাতে নামায পড়ার জন্য উঠতনে তখন প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারার পর মসিওয়াক করতনে।

ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: একবার আমি আমার খালা মাইমূনা রাদয়িাল্লাহু আনহার বাড়তিে রাত কাটালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এশার পর) কছিু সময় তাঁর স্ত্রী মাইমূনার সঙ্গে কথাবার্তা বললনে। তারপর শুয়ে পড়নে। যখন রাত্ররে শষে তৃতীয়াংশ হয় তখন তনিি সজাগ হয়ে বসলনে। তারপর আসমানরে দকিে তাকয়িে তলিাওয়াত করলনে: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ । এরপর তনিি উঠে গয়িে অযু করলনে ও মসিওয়াক করলনে। তারপর এগারো রাকাত নামায পড়লনে। তারপর বলোল আযান দলিনে। তখন তনিি দুই রাকাত নামায পড়লনে। এরপর তনিি বরেয়িে গলেনে এবং ফজররে নামায পড়লনে।[হাদীসটি বুখারী (৪৫৬৯) ও মুসলমি (৭৬৩) বর্ণনা করনে]

সারকথা হলো:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জীবন কোনো একঘয়েঁে রুটনিে সীমাবদ্ধ ছলি না; যমেনটি এই আর্টকিলে পড়ে মনে হতে পারে। বরং তার জীবন ছলি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং বরকতময় আমল; ঠকি যভোবে তাঁর রব তাকে নর্দিশে দয়িছেনে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

“বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহরে রব আল্লাহর জন্য।”[সূরা আনআম: ১৬২]

তাই তার আদর্শ ছলি আল্লাহর নর্দিশে ও শরীয়তরে বাস্তব আমল; যমেনটি বলছেনে আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা। সহহি মুসলমিে (৭৪৬) বর্ণতি হয়ছে: সাদ ইবনে হশিাম ইবনে আমরে একবার উম্মুল মুমনিীন আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহাকে বলনে: ‘হে মুমনিদরে মাতা! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে চরত্রি সম্পর্কে বলুন।’ তনিি বললনে: ‘তুমি কি কুরআন পড় না?’ সাদ বলল: ‘অবশ্যই।’ তখন আয়শো বলল: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে চরত্রি ছলি কুরআন।”

খাদ্যরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (6503) নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

ঘুমরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (21216) নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

ক্রয়-বক্রিয়রে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (134621) নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

পোশাকরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আদর্শ জানতে (126692) নং প্রশ্নোত্তর দখেুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।